হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন
এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বিবৃতি

মুজাহিদ শায়খ খালেদ বাতরাফি রহিমাহুল্লাহর
ইন্তেকালে মুসলিম উম্মাহর প্রতি

শোক বার্তা

AL HIKMAH MEDIA Al-Kataib

শাবান, ১৪৪৫ হিজরী

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন- এর

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বিবৃতি

মুজাহিদ শায়খ খালেদ বাতরাফি রহিমাহুল্লাহর ইন্তেকালে মুসলিম উম্মাহর প্রতি শোক বার্তা

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করছি; যিনি সকল জীবের জন্য মৃত্যু অবধারিত করে দিয়েছেন, যিনি তাঁর পথে মৃত্যুকে অফুরন্ত মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন; যিনি মুজাহিদীনের প্রথম ইমাম! আরও রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক- তাঁর সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুমের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পথ অনুসরণকারী সকল ঈমানদারের উপর।

হামদ ও সালাতের পর-

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۝ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

অর্থ: "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাঁরা অধিক মর্যাদাবান আল্লাহর কাছে আর তাঁরাই সফলকাম। তাঁদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁদের রব, স্বীয় দয়া ও সন্তুষ্টির এবং জান্নাতের,

সেখানে আছে তাঁদের জন্য স্থায়ী নিয়ামত। তথায় তাঁরা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার"। [সূরা তাওবা ০৯: ২০-২২]

আল্লাহ তাআলা তাঁর পথে হিজরতকারী ও মুজাহিদীনকে বিরাট মর্যাদা এবং সুস্পষ্ট সাফল্যের সুসংবাদ দান করেছেন। এর কারণ হলো, আল্লাহর দীনের মাঝে হিজরত ও জিহাদের এমন বিরাট মর্যাদা রয়েছে, যার সঙ্গে অন্য কোনো আমলের তুলনা করা যায় না। তিনি মুহাজির, মুজাহিদের প্রতিদান অবধারিত করে দেন, চাই ওই ব্যক্তির পরিসমাপ্তি যেমনই হোক না কেন। ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর পথের শহীদ হিসেবে লিখে দেন- চাই সে লড়াইয়ের ময়দানে দুনিয়া ত্যাগ করুক কিংবা নিজের বিছানায় মৃত্যু এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হোক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

অর্থ: "যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করে, সে এর বিনিময়ে অনেক আশ্রয়স্থান ও স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাঁর সাওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। [সূরা নিসা ০৪: ১০০]

হিজরত ও জিহাদের মহিমান্বিত এই পথ থেকে আখিরাতের পথে সম্প্রতি যাত্রা করেছেন মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ নেতাদের অন্যতম, একনিষ্ঠ বীর সেনানী শায়খ খালেদ বাতরাফি রহিমাহুল্লাহ- এমনটা তাঁর ব্যাপারে আমাদের ধারণা। তিনি সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্ত দানের মাধ্যমে এই উম্মাহর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে এসেছেন- আফগানিস্তানে জিহাদের সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত। তিনি সততার পথে অনেক বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়েও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি আমাদের সালাফে সালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। জিহাদের অভীষ্ট

লক্ষ্য থেকে এক চুল তিনি সরে আসেননি। হিজরতের ক্লান্তি ও কষ্ট-ক্লেশ তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তাঁর ব্যাপারে যেমনটা আমরা আশা করি, তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিজের বাইআত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন।

এই বার্তা মুসলিম উম্মাহর প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে একই সঙ্গে অভিনন্দন ও শোক বার্তা। দীনের দাঈ অটল-অবিচল মুজাহিদ খালেদ বাতরাফি (রহিমাহুল্লাহ) যে মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁর জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি নিজের দীন ইসলামকে তাগুত ও কাফেরদের কাছে বিক্রি করে দেননি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কবুল করুন এবং জান্নাতের উচ্চ স্তরে উন্নীত করুন।

সেই সঙ্গে জাযীরাতুল আরব সহ গোটা বিশ্বে তাঁর সৈনিক মুজাহিদীনকে আমরা শোক বার্তা জানাচ্ছি এবং তাদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। আমাদের পক্ষ থেকে রয়েছে তাদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান গ্রহণ ও সুসংবাদ লাভের অসিয়ত। তাদেরকেও আমরা মোবারকবাদ জানাচ্ছি। কারণ যেই উম্মাহর নেতৃবৃন্দ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিজেদের আদর্শের পথে অটল-অবিচল থাকে, গর্ব করা এবং বিজয় লাভ করা তো তাদেরকেই সাজে।

রিসালাতুল ইসলাম তথা ইসলামের বার্তা কোনো চটকদার স্লোগান কিংবা অন্তঃসার শূন্য বুলি নয়; বরং তা এমন সারগর্ভ অর্থপূর্ণ বিষয়, যা আমাদের অন্তরাত্মা ও রক্ত দ্বারা সিঞ্চিত হয়। আমাদের জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘতম সময়েই সেই লক্ষ্যেই আমরা নানান প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করি। এর জন্য আমরা নিজেদের রক্ত মাংস এবং সর্বস্ব বিলিয়ে দেই।

শায়খ অনেক কষ্ট স্বীকার করে ও প্রতিকূল পরিস্থিতি পাড়ি দিয়ে এ পর্যায়ে এসেছিলেন। তিনি নিজের পেছনে এমন শক্তিশালী যোদ্ধা উত্তরসূরি রেখে গিয়েছেন, যাঁরা আল্লাহর পবিত্র শরীয়তের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার তাঁরা পরোয়া করেন না। এমনটাই আমরা তাঁদের ব্যাপারে ধারণা করি।

মরহুম শায়খ একজন নতুন নেতার হাতে পতাকা তুলে দিয়েছেন, যিনি হিজরত ও জিহাদের পথে তাঁর বন্ধু ও সফর সঙ্গী ছিলেন। তিনিও আদর্শের একই ফোয়ারা

থেকে পিপাসা নিবারণ করেছেন। ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং আত্ম উৎসর্গের পথে অটল-অবিচল থেকেছেন। তাঁর ব্যাপারেও আমরা অনুরূপ ধারণা করি। আমরা শায়খ আবু লাইস সাআদ বিন আতিফ আল-আওলাকি হাফিযাহুল্লাহকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমাদের মরহুম শহীদ নেতার পর তিনি পতাকা বহন করছেন। এভাবেই ইসলামের বীর সেনানীগণ একজনের পর অপরজন ঝাণ্ডা উত্তোলন করেছেন। আমাদের মান-মর্যাদা ও গৌরবের ইতিহাসে এটা এক প্রতিষ্ঠিত সত্য।

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কামনা করি, তিনি যেন নতুন আমীরকে হেফাযত করেন, তাঁকে অটল-অবিচল রাখেন, তাঁর হাতে অনেক বিজয় দান করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে জাযীরাতুল আরবে জিহাদের মাধ্যমে মুমিন বান্দাদের হৃদয় শীতল করেন।

পরিশেষে বলবো-

শায়খ খালেদ রহিমাহুল্লাহ আমাদের কাছ থেকে তথা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আখিরাতের পথে চলে গিয়েছেন। আসলে জীবিত প্রত্যেককেই তো মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। কিন্তু মরহুম শায়খ নিজের পেছনে বৈশ্বিক জিহাদী, আখলাক ও নৈতিকতাপূর্ণ এমন এক মীরাস রেখে গিয়েছেন, যা ধারাবাহিকভাবে আমাদেরই হেফাযত করে যেতে হবে। তাই শহীদগণের মীরাস হেফাযতের ব্যাপারে এবং তাঁদের অসিয়তের প্রতি আমলের ব্যাপারে অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করতে হবে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের বীর-বাহাদুর মরহুম শায়খ খালেদ বাতরাফি রহিমাহুল্লাহকে কবুল করে নিন। সিদ্দিকীন ও শহীদগণের সঙ্গে তাঁকে মিলিত করুন এবং তাঁর সংগ্রামী জীবনের মাধ্যমে জিহাদের এমন মহিমান্বিত ধারা আপনি তৈরি করুন, যা বড় বড় মালহামা সংঘটিত হবার দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

والله أكبر

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“শক্তি তো আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না”।

আল-কাতাইব মিডিয়া

শাবান, ১৪৪৫ হিজরী

আপনাদের নেক দোয়ায় আমাদেরকে ভুলবেন না।